এপ্রিল-জুন, ২০১৮

উন্নয়ন প্রবাহ
flow of development

একটি সহযোগীমিডিয়া সংস্করণ

কারিগরি শিক্ষা: দেশের প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রথম ধাপ (পৃ:১৪-১৫)

৩০ বছরে শতাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতায় জিইউকে (পৃ: ১১-১৩)

ক্যাপশন নিউজ (পৃ: ০৭-১০)

দক্ষ যুবই আগামীর বাংলাদেশ (পৃ:১৬)

পিকেএসএফ-এর SEIP প্রকল্পের সহায়তায়

দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে
দরিদ্র যুবদের জনসম্পদে রূপান্তরের উদ্যোগ

উন্নয়ন প্রবাহ প্রতিবেদন: উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পিকেএসএফ-এর SEIP প্রকল্পের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে জিইউকে। ইতিমধ্যে ৩ হাজার ৮৭১ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে সংস্থাটি। আগ্রহীদের সহজশর্তে ঋণ সুবিধাও দিয়েছে।

প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র যুবক বা যুবতী সাধারণ শিক্ষায় মোটামুটি শিক্ষিত হবার পর যখন সামনে এগিয়ে যাবার পথ পায় না তখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)। জিইউকের রয়েছে জব প্লেসমেন্ট ইউনিট, যার মাধ্যমে কারিগরী বিষয়ে কর্মপ্রত্যাশীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। জিইউকের সমিতির সদস্যদের এজন্য অগ্রাধিকার রয়েছে। এর বাইরেও দরিদ্র, কর্মহীন বেকার এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী

সহযোগিতায়: গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)
নশরৎপুর, পোস্ট বক্স- ১৪, গাইবান্ধা- ৫৭০০, বাংলাদেশ
ফোন:+৮৮ ০৫৪১-৫২৩১৫, ইমেল:info@gukbd.net,
ওয়েব: web:www.gukbd.net

এই বুলেটিনে প্রকাশিত সকল তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্তই এর প্রকাশক ও লেখক/প্রতিবেদকদের। এর সাথে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) কিংবা এর অংশীদারি সংস্থা /দাতা সংস্থার মতের মিল না-ও থাকতে পারে।

(আদিবাসী, নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী), সদস্যদের নিম্ন-আয়ের আত্মীয়দেরও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

এ কাজে জিইউকের উদ্যোগকে সহায়তা দিয়েছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প। দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাজার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে জনসম্পদ তৈরি করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে আরো উৎপাদনশীল মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার ও ব্যক্তির মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, যাতে তারা টেকসইভাবে নিজ নিজ জীবনমান উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে অন্তত শতকরা ৭০ ভাগ (মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের হার ৬০:৪০) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।

জিইউকে এখন আটটি বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। প্রশিক্ষণে প্রথম দফায় সকলকেই পারিবারিক দায়িত্ববোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, যোগাযোগ ও যোগাযোগ কৌশল, সাধারণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, চাকরিপ্রাপ্তির কৌশল ও চাকরির সাধারণ নিয়মাবলীসহ নানাবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়। এরপর দ্বিতীয় দফায় চূড়ান্তভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেড নির্বাচন করে ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা প্রদান করা হয়। এরপর

কেসস্টাডি

মমিনের সামনে পথচলা

গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নের গোঘাট কামারজানি গ্রামের ছেলে মোঃ মমিন মিয়া (২০)। মমিনসহ দুই ভাই ও চার বোন পরিবারে। ওর বাবা ইটভাটায় দিনমুজরের কাজ করেন। সেই আয়ে কোনো রকমে দিন কাটে তাদের। মমিনসহ আরো দুই ভাইবোনের লেখাপড়াও চলে খুব কষ্টে।

মমিন যখন সবেমাত্র এইচএসসি পাস করে স্নাতকে ভর্তি হয়েছে তখন হন্যে হয়ে আয়ের পথ খুঁজছিল। নইলে ছোট ভাইবোনের লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া দরিদ্র পরিবারে শিক্ষিত বড় সন্তান যদি আয় না করে, তবে সমাজ তাকে পরিবারের বোঝা হিসেবে মনে করে। এই দুরাবস্থা থেকে উত্তরণে সে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কামারজানি বা গাইবান্ধায় আয়ের জন্য উপযুক্ত কোনো পথ খুঁজে পায়নি। ক্ষেত্র বিশেষে সুযোগ থাকলেও অগ্রিম বিনিয়োগের সামর্থ তার ছিল না। সে যখন অনেকটাই হতাশ তখন জানতে পারে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) পিকেএসএফের সহযোগিতায় SEIP প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র যুবদের ভর্তুকি মূল্যে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। মমিন বুঝতে পারল, এর কোনো একটি কোর্স যদি সম্পন্ন করতে পারে তবে আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তাই সে মোবাইল ফোনসেট সার্ভিসিং কোর্সের প্রতি আগ্রহী হয় এবং জিইউকের সাথে যোগাযোগ করে। জিইউকে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন জরিপে মমিন মিয়াকে দ্বিতীয় ব্যাচের জন্য তালিকাভুক্ত করে। ২০১৬ সালের জুলাই থেকে শুরু হওয়া ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণে সে অংশ নেয়। ওই ব্যাচে মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন ট্রেডে অংশ নেয়। এই প্রশিক্ষণটি খুবই প্রত্যাশিত হওয়ায় মমিন প্রশিক্ষণে যথেষ্ট একাগ্র ও মনোযোগী থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে মমিন ব্যাচের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সেরা নির্বাচিত হয়। সফলতার সাথে কোর্স শেষ করে সে জিইউকে থেকে সনদপত্র অর্জন করে।

এরপর মমিন মিয়া নিজ গ্রাম গোঘাট কামারজানিতে মাসিক ২৫০ টাকা ভাড়ায় এবং ২০ হাজার টাকার জামানতে একটি দোকানঘর চুক্তি করে মোবাইল ফোনসেট সার্ভিসিংয়ের কাজ শুরু করে। শুরুতে পসার ভালো জমেনি, তবে ধীরে ধীরে সে কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জনে সফল হয়। এখন ওই বাজারে মোবাইল সার্ভিসিংয়ে মমিনের সেবাগ্রাহক ও সুনাম সবচেয়ে বেশি। প্রতিটি নষ্ট মোবাইল সেটই দক্ষতার সাথে সচল করায় তার নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। সার্ভিসিং ছাড়াও তার দোকানে পাওয়া যায় মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যাচিং, কভার, ফ্লাক্সিলোড এবং ইলেক্ট্রনিক্স উপকরণসহ অনেক কিছু। এই দোকান থেকে মমিন অন্যূন দিনে ৪০০-৪৫০ টাকা আয় করে, মাস শেষে তার নিট আয় থাকে অন্যূন ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা।

মমিন এখন আর তার দিনমজুর বাবার বোঝা নয়, বরং পরিবারের আয়ের অন্যতম সহায়ক। মমিনের বাবার আশাবাদ, ও যদি প্রাপ্ত দক্ষতাকে নিয়মিতভাবে কাজে লাগাতে পারে তাহলে এক সময় নিজেকে সচ্ছল হিসেবে দেখতে পাবে। সমাজে সে মাথা উঁচু করে চলতে পারবে। সে এখন বেকার যুব থেকে উদ্যোক্তা হয়ে উঠার উদাহরণ।

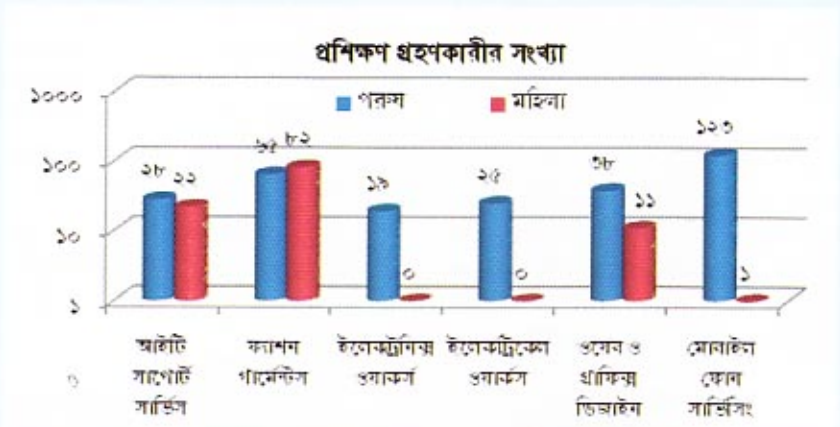

তৃতীয় দফায় জিইউকের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এরকম কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সহযোগিতা করা হয়। এছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে যারা আত্মকর্মসংস্থানে আগ্রহী তাদের সহজশর্তে সংস্থা হতে ঋণ প্রদান করা হয়। আর এভাবেই একজন সাধারণ কর্মপ্রত্যাশী দক্ষ হয়ে কর্মসংস্থান পায় কিংবা নিজেই কর্মসংস্থান গড়ে তুলে।

প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) Skill for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ১৯ টি ব্যাচের ৪৭০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জিইউকে প্রথমে কর্মএলাকার উপকারভোগীদের পরিবারে জরিপ করে থাকে।

কেসস্টাডি

অভাব সরাতে সিরাজুলের সাফল্য

কুড়িগ্রাম জেলার নদীবেষ্টিত চর এলাকা রৌমারী উপজেলার শৌলমারী ইউনিয়ন। এখানকার শান্তিরচর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের তরুণ সিরাজুল ইসলাম (১৬)। মা মোছাঃ কদভানু গৃহিণী ও বাবা মোঃ আনছের দিনমজুর। ওরা চার ভাই দুই বোনের কোনো রকমে দিন কাটে পিতার সামান্য আয়ে। সিরাজুল ও তার অন্য ভাইবোনের লেখাপড়ার খরচ জোগানো ছিল সিরাজুলের বাবার জন্য দুঃসহ।

একটু বড় হয়ে সিরাজুল বুঝতে পারে তার পিতার কষ্টটা। ছেলে হয়ে পাশে দাঁড়ানোর চিন্তাও সে করেছে, কিন্তু উপায় খুঁজে পায়নি। কে দেবে তাকে এই প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ। কঠিন কাজ করার মতো তার বয়স বা শক্তিও হয়নি। চেয়েছে ভালো করে পড়াশোনা করে চাকরি নেবে, সেটাও অনেক কঠিন। অবশেষে সে জানতে পারল এলাকায় জরিপ হচ্ছে, দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। অবশেষে সেই সুযোগ এলো। পিকেএসএফের অর্থায়নে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) SEIP প্রকল্পের আওতায় জরিপে তালিকাভুক্ত হলো সিরাজুল। সিরাজুলের আগ্রহে সে মোবাইল ফোনসেট সার্ভিসিংয়ের জন্য প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত হলো। এরপর সিরাজুল ৬ মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সে জানতে পারে মোবাইল ফোনসেটের অনেক ব্যবহারিক বিষয়, যত্নআত্তি ও যন্ত্রাংশের নাম, পরিচিতি ও কার্যকারিতা। সিরাজুলের নিকট এই প্রশিক্ষণ ছিল পরিবর্তনের জন্য চ্যালেঞ্জ। তার আগ্রহের কারণেই প্রশিক্ষকদের আন্তরিক সহযোগিতাও সে পেয়েছে। এভাবে সফলভাবে কোর্সটি শেষ করে সিরাজুল। শুধু তাই নয়, তাদের ব্যাচের প্রশিক্ষণের সেরা অংশগ্রহণকারী হিসেবে স্বীকৃতি পায় সে। প্রশিক্ষণ শেষে পিকেএসএফ ও জিইউকে থেকে তাকে দেয়া হয় সনদপত্র। প্রশিক্ষণ শেষে সিরাজুল নিজ এলাকায় এককালীন ৩০ হাজার টাকা জামানত ও মাসিক ৪০০ টাকা ভাড়ায় একটি দোকানঘর বরাদ্দ করে শুরু করে মোবাইল ফোনসেট সার্ভিসিংয়ের কাজ। প্রথম মাস দুই লেগেছে তার দক্ষতার পরিচয় দিতে। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। এখন সে জনপ্রিয় সার্ভিসিংম্যান। অনেক গ্রাহকই তার প্রতি আস্থা রাখেন। সার্ভিসিংয়ের পাশাপাশি দোকানে এক্সেরসরিজ (মোবাইলের যন্ত্রাংশ, ক্যাচিং, কভার ও ফ্লাক্সিলোড ইত্যাদি) পাওয়া যায়। এই দোকান থেকে সিরাজুল দিনে ৪৫০-৫০০ টাকা নিট আয় করে, যার পরিমাণ মাসে প্রায় ১৫ হাজার টাকা।

অসহায় বাবা মাঝে মাঝে দোকানে এসে বসে ছেলের হাতের কাজ দেখে পুলকিত হন। সন্ধ্যায় ছেলে সিরাজুলের আয়ের টাকায় বাজার থেকে সংসারের প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করেন। তাদের পরিবারে টানাপোড়েন এখন অনেক কমেছে। আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো যাচ্ছে তাদের। সিরাজুলে কাজে অনেক হতাশ ও কর্মপ্রত্যাশী আসে পরামর্শ গ্রহণ করতে। সিরাজুলের বিশ্বাস, জিইউকের SEIP প্রকল্পের সুবিধা না পেলে তার জীবনের এই পরিবর্তন সম্ভব হতো না।

তারপর তার আগ্রহ ও অন্যান্য যোগ্যতা বিশেষে তাকে পছন্দ করার সুযোগ দেয়া হয় কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নেবে। প্রশিক্ষণ ফরম পূরণ করার আগে যুবটি পছন্দ করে নেয় আটটি ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ তালিকা থেকে তার ট্রেড -যেটি হবে তার ভবিষ্যৎ দেখানোর পথ। পূরণকৃত আবেদন ফরম ও প্রশিক্ষণ ফির সাথে প্রশিক্ষণার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি গ্রহণ করা হয়। এরপর নির্ধারিত দিনে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মনোনীত হলে জানিয়ে দেয়া হয় প্রশিক্ষণ সিডিউল। কোন কারণে মনোনীত না হলে আবেদনকারীর প্রশিক্ষণ ফি ফেরত প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পে নিয়মিত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় না।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিন মাস। এই প্রশিক্ষণটি আবাসিক। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও খাওয়া বাবদ কোন মূল্য গ্রহণ করা হয় না, শুধু মোট খরচের শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে মাত্র ২ হাজার ২৫০ টাকা এককালীন প্রদান করতে হয়। তিন মাস প্রশিক্ষণ শেষে স্ব-স্ব ট্রেডে দক্ষতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

এছাড়া কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে সহযোগিতা করার পাশপাশি ইচ্ছুকদের স্বল্পসুদে ঋণ সহযোগিতা দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণ ট্রেডভিত্তিক প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন: আইটি সাপোর্ট সার্ভিস, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন ও আউটসোর্সিং (আইসিটি) কোর্সের জন্য ন্যূনতম এইচএসসি পাশ। আবার ফ্যাশন গার্মেন্টস, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, ইলেক্ট্রনিক্স ওয়ার্ক ও ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্ক কোর্সের জন্য ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাশ নির্ধারিত আছে। প্রতিটি ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণে সরঞ্জামাদির প্রদর্শনসহ তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী যেন সরাসরি কাজ করে আয় করার জন্য উপযুক্ত হয় সেই পরিমাণ দক্ষতা নিশ্চিত করা হয়।

জিইউকে SEIP প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৭ টি ব্যাচের ৪১৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ২৯৮ জন পুরুষ এবং ১১৬ জন মহিলা।

কেসস্টাডি

ইতির আত্মবিশ্বাস ও প্রচেষ্টা এখন উদাহরণ

গাইবান্ধা সদর উপজেলার মুহুরীপাড়ার মেয়ে ইতি আকতার (২১)। তার পিতা আব্দুর সাত্তার চার বছর আগে মারা যান। গাইবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে তার চায়ের দোকান ছিল, যেটা পরে বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের আয়-রোজগারের কেউ না থাকায় সংসারে অভাব-অনটন চলতে থাকে। মাতা সকিনা বেগম খুব কষ্টে ইতির দুই ভাইবোনের মুখের আহার জোগাড় করেন। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর ইতির পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। সংসার চালানোর জন্য তার ভাই একটি কোম্পানির চাকরি নেয়। এত কষ্টের মধ্যেও ইতি স্বপ্ন দেখত স্বাবলম্বী হওয়ার। এ সময়ে সে জানতে পারে পিকেএসএফের সহায়তায় জিইউকে বিভিন্ন ট্রেডে বেকার যুব ও যুব নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ইতি গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে এবং তিন মাস মেয়াদি আবাসিক মোবাইল ফোনসেট সার্ভিসিং ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হয়। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সে মোবাইল সার্ভিসিং পেশাকেই সুবিধাজনক মনে করে। ইতি নিয়মিত ক্লাস এবং ব্যবহারিক সেশনে সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করে। এভাবে তিন মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ দিনব্যাপী ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করে, যাতে সে বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ফোনসেট মেরামতের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

প্রশিক্ষণ শেষে ইতি গাইবান্ধা শহরের সার্কুলার রোডের সরকার প্লাজায় মে ২০১৭ সালে একটি দোকানঘর পজেশন ভাড়া নেয়। এজন্য তার মা মেয়ে ইতির বিয়ের জন্য রাখা ৫০ হাজার টাকার ডিপিএস ভেঙ্গে টাকা তুলে দেন মেয়েকে। এই টাকাটা পেতে ইতি অনেক বুঝিয়েছে তার মাকে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, দোকানে আয় হলে মা'র টাকাটা পরিশোধ করবে। এছাড়াও সে ১০ হাজার টাকার মোবাইল সার্ভিসিং সরঞ্জাম কেনে। ব্যবসা শুরুর কিছুদিন পর মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতি থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি পুরাতন কম্পিউটার ক্রয় করে। বর্তমানে সে ব্যবসা করে মাসে গড়ে ৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত আয় করে থাকে এবং সে প্রতিমাসে ৩-৪ হাজার টাকা পারিবারিক খরচ বাবদ তার মাকে দিয়ে থাকে।

ইতি ভবিষ্যতে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কিছু বেকার যুব ও যুব নারীকে নিজের প্রতিষ্ঠানে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে চায়। নিজেকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার দিকনির্দেশনাকারী প্রতিষ্ঠান জিইউকের প্রতি রয়েছে তার কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২ টি ব্যাচের ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন ট্রেডের মধ্যে এতদঞ্চলের চাহিদাসমূহ বিবেচনা করে মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডটি বেশী পছন্দ করেছে (১২৩ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)। তবে এর পরের পছন্দ হিসেবে রয়েছে ফ্যাশন গার্মেন্টস যেখানে ৬৫ জন পুরুষ ও ৮২ জন মহিলা ইতিমধ্যে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) সময়োপযোগী আয়মূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২০১০ সাল থেকে দরিদ্র যুব নারী-পুরুষদের বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ করে তুলছে। পাশাপাশি গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি পেতে সহায়তা দিয়েছে। জিইউকের দক্ষতাগ্রহণকারী প্রশিক্ষিত যুবরা প্রশিক্ষণের পরপরই আয়মূলককাজে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। প্রশিক্ষিতদের মধ্যে ট্রেডভেদে শতকরা ১০০ ভাগ, ন্যূনতম শতকরা ৮০ ভাগই প্রশিক্ষণের পরপর কর্মে প্রবেশ করতে পেরেছে।

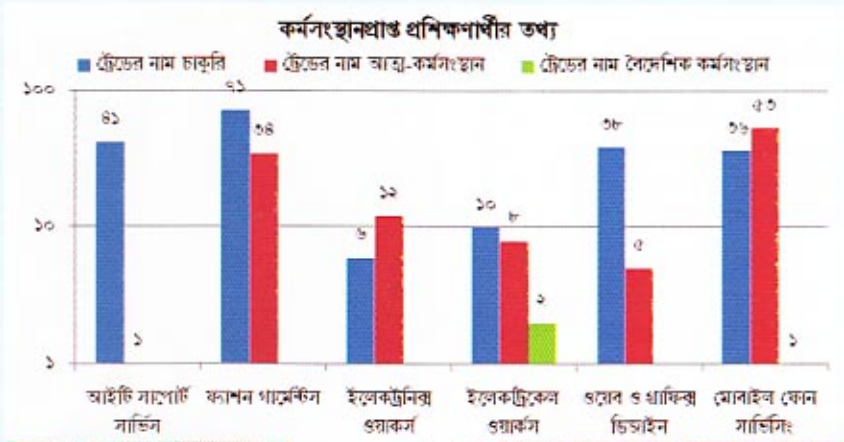

কেসস্টাডি

নাসির শারীরিক প্রতিবন্ধিতাকে বাধা হতে দেয়নি

"নিজের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বিব্রত ছিল নাসির। কিন্তু জিইউকের কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারল, প্রতিবন্ধী হিসেবে জিইউকে তাকে অগ্রাধিকার দেবে"

গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের বাসিন্দা নাসির মিয়া (১৯)। তার পিতা মোঃ দুদু মিয়া পেশায় কাঠমিস্ত্রি এবং মাতা মোছাঃ নাছিমা বেগম গৃহিণী। জন্ম থেকেই সে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। পারিবারিক অসচ্ছলতার জন্য দশম শ্রেণির পর তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে সমাজে নিজেকে খুঁজে পেত অসহায় অবস্থানে। বসতভিটা ছাড়া আর কোনো জমি তাদের নেই। এমতাবস্থায় নাসির নিজেকে স্বাবলম্বী করার সংকল্প নেয়। কিন্তু এটা যে খুব সহজ হবে না তাও সে বুঝত।

নাসিরের জীবনে স্বপ্নের মতো এসে যায় এক সুযোগ। তখন গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) পিকেএসএফের সহায়তায় SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার যুব ও যুব নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে তালিকাভুক্তি করছিল। নিজের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বিব্রত ছিল নাসির। কিন্তু জিইউকের কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারল, প্রতিবন্ধী হিসেবে জিইউকে তাকে অগ্রাধিকার দেবে। তখন নাসির বুঝল, যে করেই হোক এই প্রশিক্ষণ তাকে সম্পন্ন করতেই হবে। অবশেষে নাসির মোবাইল ফোনসেট সার্ভিসিং ট্রেডের তৃতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়।

শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও নাসির মিয়া নিয়মিত ক্লাস করে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। প্রশিক্ষণ শেষে সে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী বোর্ডবাজারে একটি দোকান ৫ বছরের জন্য পজেশন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে। এখন তার প্রতি মাসে মোবাইল ফোন সাভিসিংয়ের পাশাপাশি ফ্লেক্সিলোড ও বিভিন্ন ধরনের মোবাইলের উপকরণ বিক্রি করে মাসে অন্যূন ৭ হাজার টাকা আয় করে। ব্যবসার উন্নয়নের জন্য সে পিকেএসএফের Start-up Capital Loan হতে ৪৯ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বর্তমানে তার ব্যবসার মূলধন ১ লাখ টাকার উপরে।

নাসির ভবিষ্যতে একজন সফল উদ্যোক্তা হতে চায়। তার এই পরিবর্তনের পথে সহযোগিতা করার জন্য গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এসব কর্মসংস্থানের মধ্যে চাকরি, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য। বিগত জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ৪১৪ জনের মধ্যে ২০২ জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি, ১১৩ জন আত্মকর্মসংস্থান এবং ০৩ জনের বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে।

এ পর্যন্ত যেসকল প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে সেগুলো হচ্ছে: ওয়ালটন বাংলাদেশ, ফ্যাশান পয়েন্ট, নাফিজা ফ্যাশান, উত্তরা ইপিজেড, এপেক্স গ্রুপ প্রাণ আরএফএল, Umbrella Outsource (Pvt) Ltd, Fashion Point Ltd, Xotil.com, ECHOTEX-Group, Jibonto.com, Shapa Ex.com, J & J Fashion LTD, Merge Creation, সিঙ্গার বাংলাদেশ, Dress-up Ltd. এবং Outsource Experts Ltd সহ ১৩টি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান।

এছাড়া জিইউকে আত্মকর্মসংস্থানে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের তহবিল যোগানের জন্য এ পর্যন্ত ১৭ জনকে ৭৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করেছে।

জীবনমান উন্নয়নে দক্ষতার গুরুত্ব

জীবনমান উন্নয়নের পূর্বশর্ত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকার যোগ্যতা তথা শিক্ষা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। জিইউকের কর্মএলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলনামূলক কম হলেও তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যেন তাদের অবশ্যই পছন্দমতো কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারেন -সেই প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে এই প্রকল্প থেকে। হতে পারে সেটা চাকরি, ব্যবসা অথবা উৎপাদনশীল কিংবা প্রযুক্তিমূখি আয়মূলক উদ্যোগ।

এক সময়ে আমাদের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। কিন্তু দেশে ১৯২০ সালে যেখানে জনসংখ্যার পরিমান ছিল ৩ কোটি ৩৫ লাখ জন। ১০০ বছর সেই সংখ্যা হবে পাঁচ গুণেরও বেশি, তথা ১৭ কোটি ৩০ লাখ। কিন্তু সে অনুযায়ী আবাদী জমির পরিমাণ বাড়েনি, বরং প্রতিবছর কমছে। তাই উন্নয়নের জন্য দরকার বিকল্প উৎপাদনশীল কিংবা প্রযুক্তিমূখি উদ্যোগ। আর এর যোগ্য হলেই একজন সময়ের সাথে ভালো থাকবে।

পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল কাদের চৌধুরী জিইউকে SEIP প্রকল্প বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন (উপরে)

পিকেএসএফ এর অর্থায়নে জিইউকে বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের কোর্স সম্পন্নকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করছেন গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক গৌতম চন্দ্র পাল (মাঝে)

পিকেএসএফ এর অর্থায়নে জিইউকে বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠানে হাস্যজ্জ্বল প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে জিইউকে নির্বাহী প্রধান এম আবদুস সালাম ও অন্যান্য কর্মকর্তা (নিচে)

ক্যাপশান নিউজ

বাংলা ১৪২৫ বর্ষবরণ উপলক্ষে সকালে গাইবান্ধা শহরে জিইউকে আয়োজিত বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা, পান্তা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করে জিইউকে কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্য, জিইউকে উচ্চ বিদ্যালয়, কমিউনিটি আনন্দলোক স্কুল ও জিইউকে এর শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী এবং SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীগণ

০২ এপ্রিল ২০১৮ 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' উপলক্ষে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় জিইউকে'র অংশগ্রহণ

১৫ এপ্রিল, ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় জিইউকে বাস্তবায়িত 'Recovery of WASH, Child protection & Infrastructure while strengthening Emergency Preparedness skill in Flood-affected Areas প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধার ফুলছড়িতে পারুল স: প্রা: বিদ্যালয়ে পরিবারভিত্তিক বিকল্প যত্ন সহায়তার জন্য ৩০ জন শিক্ষার্থীকে নগদ ২,২০০ টাকা করে দেয়া হয়

১২ এপ্রিল, খ্রিস্টান এইড-এর সহযোগিতায় জিইউকে বাস্তবায়িত Strengthening Women-Led Resilience DRM for Inclusive Development Through Adaptive Agricultural Technology প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ির উড়িয়া গ্রামে বিকশিত তথ্য সেবা ও বিক্রয় কেন্দ্রের ৫০ জন নারী সদস্যর মাঝে ভুট্টা মাড়াই মেশিন বিতরণ করা হয়

অক্সফ্যাম এর সহায়তায় জিইউকে বাস্তবায়িত 'TROSA' প্রকল্পের আওতায় গত ২২-২৩ এপ্রিল তারিখে চাঁদপুরে সিএনআরএস এর ইকো ফিস ও ট্রোসা প্রকল্প এলাকায় অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর সম্পন্ন হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্যাপশান নিউজ

গাইবান্ধা জেলা পুলিশ এর আয়োজনে এবং জেলা কমিউনিটি পুলিশ ফোরাম ও গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের সহযোগিতায় বাল্যবিয়ে, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী সমাবেশ ২৮ মে জেলার পূর্ব ফুলছড়ি বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়

২৮ মে, আইসিসিও কোপারেশনের সহযোগিতায় জিইউকে বাস্তবায়িত 'Promoting Rights of Teen-aged Girls to Improve their Access to Economic Activities' প্রকল্পের গার্মেন্টস সুইং মেশিন অপারেশন প্রশিক্ষণ সমাপনী ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়

অক্সফাম বাংলাদেশের কান্ট্রি ডাইরেক্টর ড. দীপঙ্কর দত্ত, এবং Regional Humanitarian Manager Asia Mr. Paolo Lubrano গত ২১ মে, ২০১৮ জিইউকে'র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও জ্যেষ্ঠ কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় জিইউকে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় গত ১০ মে গাইবান্ধায় নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় জিইউকে বাস্তবায়িত Strengthening Civil Society and Public Institutions to Build Community Resilience to Adopt Climate Change প্রকল্পের আওতায় জিইউকে ট্রেনিং সেন্টার, গাইবান্ধায় ১৮ এপ্রিল জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ক এ্যাডভোকেসি ইস্যু চিহ্নিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়

ক্যাপশান নিউজ

উখিয়ায় খ্রিস্টান এইডের সহায়তায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জিইউকের পরিচালক আজুম নাহীদ চৌধুরী

নেদারল্যান্ডের লিলিয়ান ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি Juultje Tulfer এবং ডিআরআরএ প্রতিনিধি মোঃ শামিম আহম্মেদ গত ১৯ ও ২০ মে, ২০১৮ জিইউকে বাস্তবায়িত PRIDE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

ইন্টিলিজেন্ট ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম প্রকল্পের আওতায় যুগপোযোগী তথ্য সেবার মাধ্যমে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জিইউকে এবং SNV Netherlands Development Organisation এর মধ্যে গত ০৫ জুন এসএনভি অফিস, গুলশান, ঢাকায় একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে এসএনভির কান্ট্রি ডাইরেক্টর Jason Mitchell Belanger, প্রকল্প ব্যবস্থাপক এস. এম. মাহমুদুজ্জামান, প্রকল্প কর্মকর্তা নাইমুল গনি সাইফ এবং জিইউকে'র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন

ইউএনএফপিএর সহযোগিতায় মাল্টি সেক্টরাল পাবলিক সার্ভিস ফর জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স সার্ভাইভার বিষয়ক কর্মশালা, ২৮ জুন, বগুড়া।

দেশের উত্তরাঞ্চলের পল্লী এলাকায় 'ডিজিটাল প্রাইমারি হেলথ কেয়ার' প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে GUK ও ADVIN Ltd মধ্যে গত ৩০ জুন, ২০১৮ একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে ADVIN এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহাদ আলিম ও পরিচালক জামাল উদ্দিন এবং এ GUK এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান জনাব এম. আবদুস সালাম, পরিচালক জনাব আবু সায়েম মো. জান্নাতুন নুর এবং অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন

Christian Aid এর সহযোগিতায় GUK কর্তৃক বাস্তবায়িত 'Emergency Response project' এর Community consultation meeting ২৪ মে ২০১৮ তারিখে গাইবান্ধা জেলার কামারজানি ইউনিয়নের পূর্ব বাটিকামারি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়

পিকেএসএফ এর সহায়তায় বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম

নেটজ বাংলাদেশ ও নেটজ জার্মানী এর সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রকলেপর আওতায় গাইবান্ধা সদর উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির একটি সভা

১৯৮৭-২০১৭: তিরিশ বছরে শতাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতায় জিইউকে

উত্তরাঞ্চলের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার

উন্নয়ন আঘাতে দুষ্টব্যূহের ভাঙ্গন

মাত্র দুই দশক আগেও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর একটা বড় অংশজুড়ে ছিল কিছু নেতিবাচক চিত্রের সমাহার। তা হচ্ছে- দারিদ্র্য, দুর্যোগে সর্বস্ব হারানোর হাহাকার, শিক্ষাহীনতা, অদক্ষ কর্মহীন মানুষের ভিড়, জীর্ণ পোশাকে অভুক্ত রুগ্ন মানুষ, ন্যায্যতাহীন শোষিত-নিপীড়িত ও অসাম্য সমাজ ইত্যাদি। হ্যাঁ এই ঋণাত্মক চিত্রগুলি এখন পুরোপুরি মুছে না গেলেও বিলীনের দিকে ধাবমান। অবশ্য এখন সাবেক হয়ে গেছে 'মঙ্গা' ও 'মহামারী'র মতো ভয়ার্ত অনেক শব্দ। কারণ, দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে যাওয়া এখন কোনো 'স্বপ্ন' নয়, বরং সক্ষমতার প্রমাণ। জীবনমান, মনোবল ও অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরণ এখন বিরল কিছু নয়। নারীরা নিজেদের সক্ষম ও মর্যাদাবান মানুষ হিসেবে ভাবতে পারছে। স্কুল গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ চরেও। শিশুরা ভালোভাবে আহার সেরে ব্যাগভর্তি বই নিয়ে স্কুলে যেতে পারছে। যে পরিবর্তনটা দেখতে মানুষের শতাধিক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে, সেটা সম্ভব হয়েছে বিগত তিন দশকের ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বিশেষ করে যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা অববাহিকার লোকালয়গুলো আবহমানকাল থেকেই বন্যা ও নদীভাঙ্গন এবং দারিদ্র্য এলাকার নিজস্ব একটি চিত্র হিসেবে পরিচিত। মূলত ১৮৮৭ সালের

> উন্নয়ন চিন্তায় জিইউকের এই ধারার প্রতি আস্থা রেখে বিগত তিন দশকে এগিয়ে আসে অর্ধশতাধিক দাতা ও অংশীদারী সংস্থা, সরাসরি বাস্তবায়ন করে শতাধিক প্রকল্প। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগকে করে যাচ্ছে আকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে হয়েছে প্রতিবাদী।

ভূমিকম্পে প্রধান নদীগুলোর পতিপথ পাল্টে গেলে বন্যা, নদীভাঙ্গন ও খরা সমস্যা স্থায়ী রূপ নেয়। দুর্যোগের সাথে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে দরিদ্র থেকে নিঃস্ব হতে থাকে উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশসহ দেশের ১০টি জেলার প্রায় এক কোটি মানুষ। ১৯৮৭ সাল থেকে আজ অবধি নিরন্তর প্রচেষ্টায় এসব জনগণের পাশে ছিল গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাগরিক দায়িত্ববোধ থেকে নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়ানোর ব্রত নিয়ে ১৯৮৫ সালে গাইবান্ধা জেলার নশরৎপুর গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)। সীমিত সামর্থ্যে দাঁড়ায় ১৯৮৭ ও ১৯৯৮ সালে বন্যাকবলিত জনগোষ্ঠীর পাশে ত্রাণকার্য নিয়ে। এই সময়ে যোগাযোগ হয় দু'-একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে। ধীরে ধীরে তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়, সমস্যাটি কোথায় এবং এজন্য কী করা দরকার। এরপর থেকে শুরু হয় নিরলস প্রচেষ্টা, যা আজো অব্যাহত রয়েছে।

জিইউকে লক্ষ করে, এতদাঞ্চলে সমাজে যে অনায্যতা ও অসমতা চলছে এর মূলে দুটো প্রধান সমস্যা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে, যা থেকে উত্তরণ হওয়া তাদের একার পক্ষে অনেকটাই কঠিন। এ দুটো হচ্ছে দুর্যোগ ও দারিদ্র্য। এ দুটোর কারণেই তারা বঞ্চিত হচ্ছে চাষের জমি থেকে, ভালো কৃষি থেকে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি থেকে, থাকছে আশ্রয়হীন, পাচ্ছে না শিক্ষা, মূলধনহীনতা তাদের ফেলছে পরনির্ভরশীলতার ঘেরাটোপে; যেখান থেকে বের হয়ে আসার পথ কোনোভাবেই পাচ্ছে না তারা। যে কারণে নারী-পুরুষের অসমতা, সামাজিক বৈষম্য, অদক্ষতা, রোগ-শোক, আশ্রয়হীনতা, দুর্যোগ মোকাবেলা করার সক্ষমতাহীনতায় শোষক-নিপীড়কদের দৌড়াত্ম্য থেকেই যাচ্ছে।

উন্নয়ন চিন্তায় জিইউকের এই ধারার প্রতি আস্থা রেখে বিগত তিন দশকে এগিয়ে আসে অর্ধশতাধিক দাতা ও অংশীদারী সংস্থা, সরাসরি বাস্তবায়ন করে শতাধিক প্রকল্প। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগকে করে যাচ্ছে আকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে হয়েছে প্রতিবাদী। আর এসবের মধ্য দিয়েই সফলতার দিকে এগোচ্ছে শত শত বছরের দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের দুষ্টব্যূহ ভাঙ্গনের সংগ্রামে।

শতাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাইলফলকে

১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ২৭ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারের সাথে ৯৭টি আন্তর্জাতিকমানের উন্নয়ন প্রকল্পসহ ১৯৮৭ সাল থেকে অদ্যাবধি শতাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সংস্থাটি।

আর্তমানবতার সেবা দিয়ে শুরু হওয়া জিইউকের কার্যক্রমে প্রথম সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় যে সংস্থাটি, সেটি অক্সফাম-জিবি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বেসরকারি সহায়তার ইতিহাসেও অক্সফাম প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি সংস্থা আর্থিক সহায়তা, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল দক্ষতা প্রদান বিষয়ে এগিয়ে আসে।

১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত জিইউকে কর্তৃক বাস্তবায়িত সরাসরি তহবিল নিয়ে কাজ করেছে এ রকম প্রকল্পের সংখ্যা ৯৭টি। জিইউকের এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় লেগেছে ২ হাজার ৬শ'রও বেশি প্রকল্প-মাস তথা ২১৬ বছর প্রায়। অর্থ খরচ হয়েছে প্রায় ২৮০ কোটি টাকা। এই বিরাট কর্মযজ্ঞে প্রকল্প অংশীদার হিসেবে আসা ৩৬টি দেশি-বিদেশি সংস্থার মধ্যে সবসময়ের জন্য জিইউকের পাশে ছিল অক্সফাম-জিবি ও অক্সফাম বাংলাদেশ। ৩০ বছরে ১৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪৬০ প্রকল্প-মাস ছুঁয়েছিল এর সংশ্লিষ্টতা। এর ঠিক পাশেই ছিল অক্সফাম নভিব দ্য নেদারল্যান্ডস, ৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে এর ব্যাপ্তি ছিল ২১৯ প্রকল্প-মাস। পরবর্তীতে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার আস্থা অর্জন করেছে। ডিএফআইডি সহায়তাপুষ্ট সরকারি প্রকল্প চর জীবিকায়ন কর্মসূচির সাথেও ছিল দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব। অন্যান্য দাতা/অংশীদারী সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে এনজিও ফোরাম, কেয়ার বাংলাদেশ, কানাডা ফান্ড, হাইকমিশন অব কানাডা, অক্সফাম নভিব দ্য নেদারল্যান্ডস, আইন ও শালিস কেন্দ্র (আসক), নেটজ জার্মানি, হেল্প, ডাসকো, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে, ডিপিএইচ-ইউনিসেফ, স্টিচিং লিলিয়ান ফান্ডস, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, গভর্নেন্স কোয়ালিশন, শাপলা নীড়, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, প্র্যাকট্রিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশ (মূল দাতা ডিএফআইডি ইউকেএইডস), সিড়ি-ডিএফআইডি, সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি),

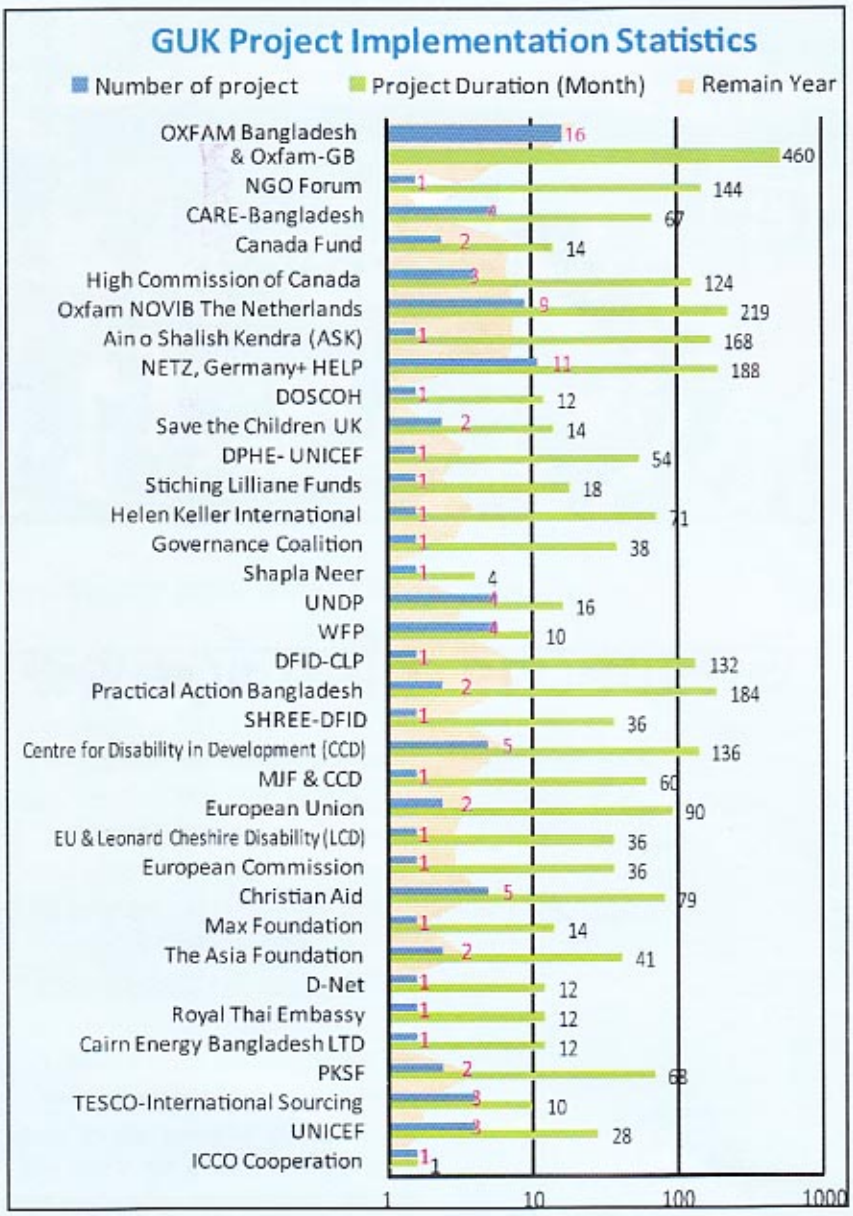

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, লিওনার্দ চ্যাসিয়ার ডিজঅ্যাবিলিটি (এলসিডি), ইউরোপিয়ান কমিশন, ক্রিশ্চিয়ান এইড, ম্যাক্স ফাউন্ডেশন, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, ডি-নেট, রাজকীয় থাই দূতাবাস, কেইরন এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), টেসকো ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং, বিশ্ব শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল সহায়তা (আইসিসিও- কোঅপারেশন)। এর বাইরে জিইউকের নিজস্ব অর্থায়নে কিংবা কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে আরো অন্তত ১০টি প্রকল্প। পাশপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিশীলনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জোট, নেটওয়ার্ক ও ফোরামের সদস্য বা নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হিসেবে জিইউকের রয়েছে ব্যাপক অভিজ্ঞতা।

জিইউকে শুরু থেকেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার সুরক্ষা ও নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন মানবিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সম্প্রতি জিইউকে এলাকায় স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এ কাজে জিইউকে বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংক এবং পিকেএসএফ থেকে ঋণ নিয়ে তহবিল সংস্থান করছে।

শুরুতে দুই দশক পর্যন্ত গাইবান্ধা জেলার মধ্যেই জিইউকের উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকলেও তৃতীয় দশকে সম্প্রসারণ করে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। পর্যায়ক্রমে রংপুর বিভাগের আটটি জেলাসহ রাজশাহী বিভাগের বগুড়া, জয়পুরহাট ও খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া এবং সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে সম্প্রসারণ করে সংস্থাটি। ২০১৭-এ নিয়মিত উপকারভোগী হিসেবে ২ লাখ ৭০ হাজার পরিবারের সাথে কাজ করছে সংস্থার ১ হাজার ৪শ' নিয়মিত ও ৮শ' অনিমিয়ত কর্মীসহ মোট ২ হাজার ২শ' কর্মী।

সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, বিভিন্ন কার্যক্রমের ইতিবাচক প্রভাবে প্রায় ৭০ হাজার ৩শ' পরিবার তাদের অতিদরিদ্র অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। বিগত তিন দশকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলভিত্তিক এই সংস্থাটির দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং তথ্য ও প্রযুক্তি সেবার উন্নয়নসহ বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে নিষ্ঠ, বাস্তবানুগ ও মানবিক

১৯৯১ সাল থেকে অদ্যাবধি জিইউকের প্রকল্প ও তহবিল ব্যবস্থাপনা কখনই বড় ধরনের হোঁচট খায়নি। আঞ্চলিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রভাব এবং দাতা সংস্থার পছন্দ ও আগ্রহের সামায়িক ওঠা-নামার মধ্য দিয়েই সূচক ক্রমাগতই সমুন্নত থেকেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তহবিল প্রবাহ যথাযথ না থাকলেও বন্ধ হয়নি কোনো কর্মসূচি। ২০১৭ সালের বন্যায় জরুরি সাড়াদানও ছিল জিইউকের একটি বড় আস্থা এবং খুব অল্প সময়ে এই কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়নের মূলেও রয়েছে জিইউকের অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য ও সক্ষমতা; যেখানে ছিল বিশাল নিয়মিত ও অভিজ্ঞ কর্মীদল। এদের সবাই এখানে অংশগ্রহণ করেছে। আরো ছিল অবকাঠামো, উপকরণ, সরঞ্জমাদি, সুগঠিত বিশাল কর্ম-এলাকা; যেখানে উপকারভোগী, এলাকাবাসী, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন সকলেই জিইউকের ওপর আস্থাশীল ছিল। তাহলে শুধু তহবিল নিয়ে জরুরি সাড়াদানের অল্প অংশ সমাধা করা যায় মাত্র।

জিইউকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এম আবদুস সালাম উন্নয়ন প্রবাহকে বলেন,

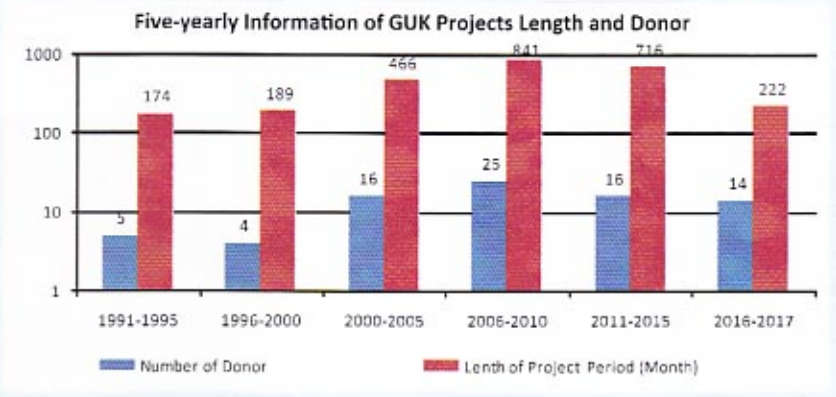

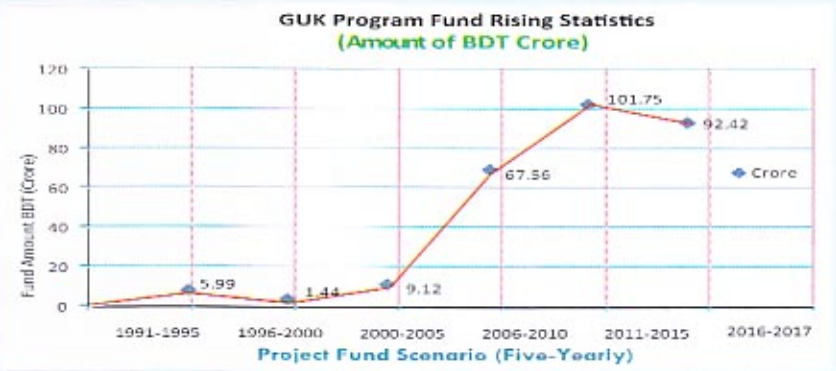

স্থানীয়ভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জিইউকের প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে, যা মানবিক, পরিবেশগত ও সময়োপযোগী চাহিদাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। এছাড়া সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকার, নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধিতাসহ বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনা, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। প্রতিটি প্রকল্প কর্ম-এলাকার সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীর চাহিদা ও মতামত আগে বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর স্থানীয় সরকার, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামজিক কমিটি, প্রশসানের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সুসমন্বয়ের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প শেষ হলেও কর্ম-এলাকায় এসবের ধারাবাহিকতা রক্ষায় চেষ্টা করা করা হয়। এভাবে প্রকল্পের স্থায়িত্বশীলতার সাথে উপকারভোগী ও এলাকাবাসী জিইউকের প্রতি আস্থাশীল থেকেছে দীর্ঘ তিন দশক।

জনাব সালামের আশা, জিইউকের চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেই সম্ভব হবে এর ভবিষ্যত লক্ষ্য অর্জন। 'দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ আশাকরি শীঘ্রই পাবো। ন্যায্যতা, সমতা ও মানবাধিকার কেবল স্থানীয় অনুশীলনের বিষয় নয়। তবে আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশ্বের সমান্তরালে আর্থ-সামাজিক-প্রযুক্তির ব্যবহার বহুবিধ বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত করবে- এটাই আশাবাদ।

কারিগরি শিক্ষা

দেশের প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রথম ধাপ

মাহমুদুর রশিদ: সাধারণ জনগণের কাছে বিজ্ঞান একটি দূরবর্তী বিষয়। আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানেই কিছু কিছু জটিল কারসাজি- যা সর্বসাধারণের জন্য নয়। মানুষ এর ব্যাবহারিক দিক নিয়ে যখন চিন্তিত তখন বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকগুলো এগিয়ে আসে -যার কল্যাণে মানুষ বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো নির্বিঘ্নে ব্যবহারের সুযোগ পায়। আর তাতে সরে যায় ভয় ভীতি। মানুষ আকর্ষিত হয় নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক পণ্যের প্রতি। এর মাধ্যমেই মানুষ এগিয়ে যায় সভ্যতার দিকে।

এই প্রায়োগিক বিজ্ঞান বা এপ্লাইড সায়েন্সই হচ্ছে কারিগরি বিদ্যা- যা বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের নিকট সহজ করে তুলে। শুধু তাই নয়, ব্যবহারিক ত্রুটি বিচ্যুতিজনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে পণ্যকে সুরক্ষা করে এবং গ্রাহকের অর্থ সাশ্রয় করে। তবে এই প্রায়োগিক বা কারিগরি বিদ্যা পরিবর্তনশীল। প্রথমত, এর ক্ষেত্র হচ্ছে বিজ্ঞাননির্ভর প্রযুক্তি - যা ক্রমশই অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত প্রযুক্তিগত উৎপাদনশীলতা এবং সেসব উৎপাদিত পণ্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বা চাহিদার উপরে কারিগরি বিদ্যাদি চলে। যখন ঐসব পণ্য বা চাহিদা কমে যায়, সাথে সাথে কারিগরি বিদ্যার চাহিদাটিও কমে যায়। এজন্য একজন কারিগরি বিদ্যানকে সবসময়ে খেয়াল রাখতে হয় যে প্রযুক্তির উপর তিনি বিদ্যা অর্জন বা দক্ষতা রপ্ত করেছেন তার পরবর্তী ধাপগুলো কী কী। সহজভাষায় বলতে গেলে, আপডেটেড বা হালনাগাদ থাকতে হবে তাকে সবসময়। খোঁজখবর রাখতে হবে নতুন পণ্যগুলোর বৈশিষ্ট্য কি? সেখানে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তা কি তার রপ্তকৃত প্রযুক্তির সাথে মিল আছে? মিল থাকলে পার্থক্য কতখানি? তা কেমন করে কাজ করে? মিল না থাকলে নতুন এই প্রযুক্তিটি শেখার উপায় কি? কীভাবে তা রপ্ত করা যাবে- এসব। একজন করিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এসব রপ্ত করা অন্যের চেয়ে সহজ। কারণ তিনি এর ভেতরের বিজ্ঞানের ধর্মের সাথে পরিচিত। প্রযুক্তি ভিন্ন হলেও বিজ্ঞানতো এক তাই সহজ হবে। যেমন তিনি স্বাভাবিক ভাবেই জানবেন, পানির ধর্ম কি? তাপের বৈশিষ্ট্য কি? বিদ্যুতের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আবহ কি? এগুলো বিজ্ঞান -যা সবসময়েই এক।

বর্তমান বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকম মোটর, ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক শক্তির ধারক ও সঞ্চালন সিস্টেম, পানি, আলো, তাপ ও চৌম্বক শক্তি, রেডিও ট্রানজিস্টারর, টেলিযোগাযোগ এবং কম্পিউটার। টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশের পর বর্তমানে চলছে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ। মোবাইল, ল্যাপটপ, আইফোন, ইন্টারনেট, প্রভৃতি প্রযুক্তি আধুনিক জীবনকে পাল্টে দিয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই কৃষি আধুনিকায়ন প্রযুক্তিও স্বাভাবিকভাবে বিকাশমান। আবার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে নগরায়ন সম্পর্কিত। এসববের ফলে ধাতব ব্যাবহার, কাঁচের ব্যবহার, কাঠের ব্যবহার এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট যান্ত্রিক প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।

প্রযুক্তির ক্রমবৃদ্ধিমান চাহিদার সাথে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে কারিগরি শ্রম ও দক্ষতার বাজার। বিশ্লেষকগণ মনে করেন, কারিগরী দক্ষতা ধারণের জন্য যুবশক্তির বিকল্প নেই। কারণ এখানে দক্ষতার সাথে রয়েছে সরাসরি শ্রমের যোগ যা পৌঢ় বা প্রবীণদের জন্য যুৎসই নয়। এসব কাজে হাত, পা, চোখ, কান, দেহের শক্তি ও মস্তিষ্ক সমভাবে ক্রিয়াশীল রাখতে হয়- এই শারিরীক সক্ষমতা যুবদের তুলনামূলকভাবে বেশি। শুধু তাই নয়, যুবদের একাগ্রতা, স্মরণশক্তি, নিষ্ঠা, ধৈর্যসহ মানসিক সক্ষমতাও যথেষ্ট। এ কারণে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্র ও বাজার দুটোরই অফুরন্ত সম্ভবনা রয়েছে। বর্তমান দেশের মোট জনশক্তির অধিকাংশই যুব -যা এই সম্ভাবনাকে আরো উৎসাহিত করে। এই যুবরাই বিশ্বের উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি। দেশে ১৮-৩৫ বছর বয়সী এই যুবদের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৩০ লক্ষ। এদের শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি দক্ষতা দিয়ে উপযুক্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারলে এরাই দেশকে নিয়ে যাবে উন্নতির নতুন উচ্চতায়।

বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের নয়। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি এর সূত্রপাত। তখন দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ছিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। বর্তমানে সারাদেশে ডিপ্লোমা পর্যায়ে ৫১টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৩৭৪টি

(উপরে বামে) জিইউকে বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের কারিগরি দক্ষতা গ্রহণকারী যুবদের সাথে পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং জিইউকের প্রধান নির্বাহী এম. আবদুস সালাম

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এইচএসসি ভোকেশনাল শিক্ষা প্রদান করছে ১ হাজার ৭০০ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৬৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এসএসসি ভোকেশনালের ক্ষেত্রে ২ হাজার ৩০২টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ১৪১টি সরকারি প্রতিষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রথমেই দরকার দক্ষ মানবসম্পদ। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কারিগরি শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে দেশে কারিগরি শিক্ষার হার যত বেশি সে দেশের মাথাপিছু আয় তত বেশি। উন্নত দেশে মানুষের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় ৮ থেকে ৪৫ হাজার মার্কিন ডলারেরও বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭-৮ শতাংশের কিছু বেশি দক্ষ জনসম্পদ রয়েছে, আর তাতে আমাদের মাথাপিছু আয় মাত্র ৬০০ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা যে হারে দ্রুত প্রসারিত হয়েছে, কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে তা হয়নি। বর্তমানে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি শিক্ষার অধীনে শিক্ষা গ্রহণরত শিক্ষার্থীর সংখ্য প্রায় ৭ শতাংশ মাত্র, অথচ জাপানে এ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত জনবল ৬০ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪০ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৪২ শতাংশ। বাংলাদেশে এই দক্ষ মানবশক্তির পরিমাণ ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশে উন্নয়ন করা সম্ভব।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উন্নত দেশগুলো অনেক এগিয়ে গেছে। সেই তুলনায় বলা যায়, বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে বহু দিক থেকেই। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে ডিপ্লোমা, ভোকেশনাল ও জাতীয় দক্ষতার মান বেসিকসহ বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে ২০০৮ সালের পর প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থী বেড়েছে, প্রতিষ্ঠান বেড়েছে দুই হাজারেরও বেশি। এই বৃদ্ধির কারণে কারিগরিতে মোট শিক্ষার্থীর হার প্রায় ৮ শতাংশে পৌঁছেছে। মানসম্মত বা গুণগত শিক্ষা নিয়ে অবশ্য কারিগরিতে শিক্ষক সঙ্কট, ল্যাব সঙ্কট রয়েছে। একইসাথে অবকাঠামো সঙ্কট তো রয়েছেই। যেহেতু কারিগরি শিক্ষা ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক, তাই এই শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হলে অবকাঠামো, ল্যাব নির্মাণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমসহ পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। এই শিক্ষায় যত বেশি বিনিয়োগ হবে তার সুফলও তত বেশি আসবে।

কারিগরি দক্ষতা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এগিয়ে এসেছে বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ। ২০১৪ সালে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (*SEIP*) প্রকল্পের আওতায় দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ দরিদ্র বেকার যুবকে দক্ষ করে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। একইসাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৭০ শতাংশের চাকরিতে সংস্থাপন (স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান) নিশ্চিত করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। পনেরটি কোর্সের আওতায় তাদের ছয় মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

দেশের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত উত্তরাঞ্চলে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)। এছাড়া জিইউকের নিজস্ব করিগরি ইনিস্টিটিউট রয়েছে, যেখান থেকে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দেয়া হয়। রয়েছে গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কৃষিভিত্তিক এই এলাকায় কারিগরি চাহিদার যোগান দিতে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় দক্ষতা পৌঁছে যাচ্ছে -যা এই এলাকার জনগণের স্বপ্ন।

উন্নয়ন•প্রবাহ
flow of development

দক্ষ যুবই আগামীর বাংলাদেশ

অটোরিক্সা থেকে ড্রাইভারের হাতে দশ টাকা ধরিয়ে দেয় ইতি। এখনো তার পার্সে যা টাকা আছে দুপুরে বাইরে খেয়ে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতে পারবে। এই টাকাটা সে এমনিতেই নিয়ে আসে। কারণ মার্কেটে তার দোকান আছে, প্রতিদিনই আয় হয়। দোকান নেবার পর খালি হাতে কখনো বাড়িতে ফিরতে হয় বলে মনে পড়ে না। মাত্র ছয় মাস হলো সে দোকান নিয়েছে জেলা শহরের ব্যস্তময় মার্কেট সরকার প্লাজায়। নষ্ট মোবাইলগুলো দক্ষতার সাথে ঠিক করে দেয় ইতি। দোকানে এরইমধ্যে এক নারী কাষ্টমার দাঁড়িয়ে আছে। সাইবোর্ডের পাশে মোবাইলের নম্বর ধরে তারাই ফোন দিয়েছিল।

ছোটবেলায় যখন তার চায়ের দোকানী বাবার কাছে বসে থাকতো তখন দেখতো রেলস্টেশনের পাশে ভদ্রমহিলারা পার্স থেকে টাকা বের করতো। তার ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সে পার্সে টাকা রাখবে। বাবা মারা যাবার পরও ইতি নিজের চেষ্টায় স্বাবলম্বী। গণ উন্নয়ন কেন্দ্রে থেকে সে ছয় মাস মেয়াদি দক্ষতার প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তার মা তার বিয়ের জন্য যে ৫০ হাজার টাকা জমিয়ে রেখেছিল সেটি ব্যবহার করে ইতি এখন উদ্যোক্তা। ব্যবসার সকল খরচ মিটিয়ে মাস শেষে যা থাকে তা দিয়ে পরিবারের চলে যায়।

শুধু ইতি নয়, হেলাল, রায়হান, শফিক, রেহানার মতো শত শত যুবক এখন স্বাবলম্বী। এরা প্রত্যেকেই এদের ১৫-২০ বছর বয়সেই দেখেছে বন্যা বা শৈত্য প্রবাহের ভয়াবহ দিনগুলোতে পরিবারের অভাব অনটন। দেখেছে মঙ্গার সময় তাদের বাবা চলে যেত একটা লাঠির মাথায় কাপড়ের থলে বেঁধে অজানা উদ্দেশ্যে। ওরা এখন নিজ এলাকায় থেকেই উপার্জনের পথ পাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে আরো ভালো কিছু করার। কুন্দেরপাড়া থেকে এরেন্ডাবাড়ি, বোনারপাড়া থেকে পলাশবাড়ী -সব জায়গায়ই যুবক যুবতীরা শিক্ষার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের চেষ্টায় নিয়োজিত। কিছুটা বেগ পতে হলেও হতাশ নয় ওরা। কারণ ওরা জানে, চাকরি এখন একমাত্র বিকল্প নয়, উদ্যোক্তা হবার সুযোগও রয়েছে। আর এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য জিইউকে তো আছেই। প্রশিক্ষণ দেবে, ঋণও পাওয়া যাচ্ছে ক্ষেত্রবিশেষে।

আর এভাবেই একদিন জেগে উঠবে বাংলাদেশের প্রতিটি কোণ। পাঁচ কোটিরও বেশি যুব নারী ও পুরুষই তো এখন এই দেশের প্রধান শক্তি। তাই দরকার যুবদের জন্য আরো বেশি সহায়তা, আরো প্রকল্প গ্রহণ। যুবরা যেন আমাদের নতুন প্রযুক্তির ধারক হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

প্রকাশনায়: SOHOYOGEE সহযোগী Media
sohoyogeemedia@gmail.com SohoyogeeMEDIA
www.sohoyogee.com

সম্পাদক : মোহাম্মদ মাহমুদুর রশিদ
প্রকাশনায় : সহযোগীমিডিয়া
যোগাযোগ: বাড়ি: ১০/১/সি, ব্লক: এফ (দ্বিতীয় তলা), মাদ্রাসা রোড বাইলেন, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭